ইউনিট ৪
শিক্ষাক্রম ঃ বিস্তরণ ও মূল্যায়ন

# ইউনিট ৪ শিক্ষাক্রম ঃ বিস্তরণ ও মূল্যায়ন

শিক্ষাক্রম যতই উত্তম হউক না কেন, বাস্তবায়নে ত্রুটির জন্য অনেক সময় তা আংশিক বা সম্পূণরূপে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এছাড়া শিক্ষাক্রম উন্নয়ন অপেক্ষা বাস্তবায়ন একটি জটিল কাজ। কারণ শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে হাজার হাজার স্কুল, ছাত্র, শিক্ষক, শিক্ষা সুপারভাইজার, শিক্ষক প্রশিক্ষক, শিক্ষা প্রশাসক সম্পৃক্ত থাকে। তাই শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে সকলকে সম্পৃক্ত করে বিশদ ও ব্যাপক পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তদানুসারে বিস্তরণের ব্যবস্থা করতে হয়। শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নকালে প্রয়োজনীয় যোগানের অনিয়ম হলে বাস্তবায়ন কার্যক্রমের গতি বিঘ্নিত হয়। সেজন্য বাস্তবায়ন শুরু করার আগে প্রয়োজনীয় উপকরণ ভৌত সুযোগ সুবিধা, জনবল, অর্থ, বিতরণ ইত্যাদি নিশ্চিত করতে হয়।

শিক্ষাক্রম উন্নয়ন এবং মূল্যায়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। শিক্ষাক্রম মূল্যায়নের লক্ষ্য হলঃ

- শিক্ষাক্রম উন্নয়ন কার্যক্রমের প্রতিটি ধাপ সঠিক ও ধারবাহিকভাবে অগ্রসর হচ্ছে কি না তা নিরূপণ করে প্রয়োজনীয় যোগান দেওয়া এবং
- প্রচলিত শিক্ষাক্রম সমকালীন জীবনের চাহিদা পূরণে কতটুকু সহায়ক অর্থাৎ শিক্ষাক্রমের সবল ও দূর্বল দিক নিরূপণ করে শিক্ষাক্রমকে সময়োপযোগী ও গতিশীল রাখার উদ্দেশ্যে পরিমার্জন বা নবায়নের সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।

শিক্ষাক্রম উন্নয়ন বা পরিমার্জনকালে শিক্ষাক্রমের প্রতিটি ধাপে যে মূল্যায়ন করা হয় তাকে শিক্ষাক্রম গঠনকালীন মূল্যায়ন বা শিক্ষাক্রম নির্মাণকালীন মূল্যায়ন বলা হয়। গঠনমূলক মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে প্রথম লক্ষ্যটি অর্জিত হয়। শিক্ষাক্রম উন্নয়নের পর এবং শিক্ষাক্রম দেশব্যাপী প্রবর্তনের কয়েক বছর পর যে মূল্যায়ন করা হয় তাকে সামগ্রিক মূল্যায়ন বলা হয়। সামগ্রিক মূল্যায়নের মাধ্যমে উপরের দ্বিতীয় লক্ষ্যটি অর্জিত হয়।

অতিতে শিক্ষাক্রম মূল্যায়নের কাজটি বিচ্ছিন্নভাবে করা হত। সাম্প্রতিক কালে শিক্ষাক্রম মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসৃত হচ্ছে। শিক্ষাক্রম মূল্যায়ন সম্পর্কিত আলোচনায় যে সব বিষয় অত্যন্ত প্রাসঙ্গিকভাবে অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে তা পর্যায়ক্রমিকভাবে নিচে দেখান হল ঃ

- মূল্যায়ন পদ্ধতি ;
- শিক্ষাক্রম মূল্যায়নের লক্ষ্য ও প্রয়োজনীয়তা ;
- মূল্যায়নের বিভিন্ন ধাপ বা পর্যায় ;
- মূল্যায়ন-কৌশল ও
- মূল্যায়ন উপকরণ।

## পাঠ ৪.১ শিক্ষাক্রম বিস্তরণের উদ্দেশ্য, প্রশিক্ষণ সামগ্রী ও কর্মকালীন প্রশিক্ষণ

**এই পাঠ শেষে আপনি —**

- শিক্ষাক্রম বিস্তরণের উদ্দেশ্য বিবৃত করতে পারবেন।
- শিক্ষাক্রম বিস্তরণের প্রয়োজনীয় শিখন সামগ্রীর তালিকা তৈরি করতে পারবেন এবং
- কর্মকালীন প্রশিক্ষণের পরিকল্পনার বিভিন্ন দিক উল্লেখ করতে পারবেন।

**উদ্দেশ্য**

পরিমার্জিত বা নবায়নকৃত শিক্ষাক্রম বিস্তরণের মাধ্যমে যে উদ্দেশ্যগুলো অর্জিত হবে সেগুলোকে সবার আগে চিহ্নিত করতে হয়। এ উদ্দেশ্যগুলো হচ্ছে -

- শিখন অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর প্রত্যাশিত আচরণ জানা ও বোঝা। যেমন- একটি কবিতা পাঠ করে শিক্ষার্থী শুদ্ধ উচ্চারণে তা আবৃত্তি করতে পারবে। গণিতে 'ভগ্নাংশ' অনুশীলনের পর একটি বস্তু ও তার অংশ বিশেষ সম্পর্ক নির্ণয় করতে পারবে।
- নতুন শিখন সামগ্রীর বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহার কৌশল জানা, শ্রেণী পাঠদানে সেগুলো ব্যবহারের দক্ষতা অর্জন, বাস্তবায়নের নীতি ও কৌশল জানা, শ্রেণী সংগঠন ও নতুন বিষয়বস্তু ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ চিহ্নিত করতে পারা।
- শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি মূল্যায়ন করা। ধারাবাহিক ও চূড়ান্ত মূল্যায়ন শিখন অগ্রগতি মূল্যায়নে সহায়ক।
- নতুন শিক্ষাক্রমের আলোকে শিক্ষক প্রশিক্ষণ (কর্মকালীন ও কর্মপূর্ব) শিক্ষাক্রম পরিমার্জন, শিখন সামগ্রী প্রণয়ন, নতুন সংযোজন, কর্ম সম্পাদনের নবতর কৌশল, নতুন পাঠ্যপুস্তক ব্যবহার বিধি ইত্যাদি জানা।
- প্রশিক্ষণের পরে নিজ নিজ দায়িত্ব সম্বন্ধে অবগত হওয়া এবং সে অনুসারে পরবর্তীকালে নিজ কর্তব্য ও দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করা।

**প্রশিক্ষণ সামগ্রী**

শিক্ষাক্রম বিস্তরণ কার্যক্রমের আওতায় সকল লক্ষ্যদলের (Target Group) জন্য এক ধরনের প্রশিক্ষণ সামগ্রী প্রণয়ন ঠিক নয় ; কারণ বিভিন্ন লক্ষ্যদলের দায়িত্ব কর্তব্য আলাদা আলাদা হয়ে থাকে। শিক্ষাক্রম পরিমার্জন কৌশল, সাধারণ উদ্দেশ্য, প্রশিক্ষণ কার্যক্রম, লক্ষ্যদল ইত্যাদি সম্পর্কে শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট সকলকে জানতে হয়। এদিক বিবেচনা করলে শিক্ষাক্রম বিস্তরণে নিয়োজিত সকলের জন্য প্রশিক্ষণ সামগ্রী হিসেবে নিম্নোক্তগুলো চিহ্নিত করা যেতে পারে ঃ

- প্রশিক্ষণ নির্দেশিকা
- শিক্ষক নির্দেশিকা
- শিক্ষাক্রমের কাঠামোর আওতাভুক্ত বিষয়সমূহ
- বিশদ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম
- শিক্ষাক্রম বিস্তরণে সংশ্লিষ্ট সকলের দায়িত্ব ও কর্তব্য
- মূল্যায়ন কৌশল
- অনুসারক কার্যক্রম
- সংশ্লিষ্ট বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক
- শিক্ষা উপকরণ

**স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণ**

শিক্ষাক্রম বিস্তরণের উদ্দেশ্যে নিম্নবর্ণিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করা যায় ঃ

- শিক্ষা প্রশাসক, শিক্ষা ব্যবস্থাপক, শিক্ষা পরিকল্পনাবিদ, দাতা সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, অর্থ আয়ন ও ব্যয়ন কর্মকর্তা, সমন্বয়কারীবৃন্দকে বিস্তরণ কার্যক্রম সম্পর্কে জ্ঞাত করানোর জন্য স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদান করা। এ প্রশিক্ষণ হবে পরিচিতিমূলক এবং তা কেন্দ্রীয়ভাবে অনুষ্ঠিত হতে পারে। শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ ও শিক্ষাক্রম প্রণয়নকারী সংস্থার কর্মকর্তাগণ এই

প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা ও পরিচালনা করবেন। বিস্তরণ নীতি ও কৌশল, কর্মকর্তাদের করণীয় ইত্যাদি বিষয়ে নিবন্ধ উপস্থাপনে ও আলোচনার মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলবে।

দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণ

- জাতীয় পর্যায়ের প্রশিক্ষকবৃন্দকে দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদান করার মাধ্যমে বিস্তরণ কার্যক্রমের সূচনা করা যায়। দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণে শিক্ষাক্রমে বিস্তরণ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা, ব্যাখ্যা ও ব্যবহারিক কার্যাবলির ব্যবস্থা থাকে। ব্যবহারিক কার্যাবলির মধ্যে প্রদর্শনী পাঠ (Demonstration), অনুশীলনী পাঠদান (Practice Teaching) ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকে। শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ উর্ধ্বতন প্রশিক্ষকগণ এ ধরনের প্রশিক্ষণ পরিচালনা করে থাকেন।

শিক্ষাক্রম বিস্তরণের সামগ্রিক পরিকল্পনা

দেশব্যাপী শিক্ষাক্রম বিস্তরণ পরিকল্পনায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের প্রশিক্ষণের জন্য পর্যায়ক্রমিক ও ধারাবাহিক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হয়। অন্যথায় সুষ্ঠভাবে সকলকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা সম্ভব হয় না।

শিক্ষাক্রমে বিস্তরণে দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণ কর্মপরিকল্পনা

শিক্ষাক্রম বিস্তরণ বিষয়ক দীর্ঘমেয়াদী একটি বিশদ প্রশিক্ষণ কর্ম পরিকল্পনা নিচের ছকে উপস্থাপন করা হল ঃ

| প্রশিক্ষণ পর্যায় ও নাম | প্রশিক্ষণার্থীর ধরন ও সংখ্যা | প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | প্রশিক্ষক | প্রশিক্ষণ কাল | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|
| প্রথম পর্যায় উর্ধ্বতন শিক্ষা কর্মকর্তাগণের পরিচিতি প্রশিক্ষণ | শিক্ষা ঃ নীতি নির্ধারক প্রশাসক, ব্যবস্থাপক, পরিকল্পনাবিদ, সমন্বয়কারী ইত্যাদি (প্রয়োজনীয় সংখ্যক) | উপযুক্ত স্থান | শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও বিস্তরণ কর্মকর্তা | ১ দিন | |
| দ্বিতীয় পর্যায় জাতীয় পর্যায়ের মাস্টার ট্রেনারদের প্রশিক্ষণ | জাতীয় পর্যায়ের বিশেষজ্ঞ (প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিভিন্ন দলে) | উপযুক্ত বিভিন্ন স্থান | শিক্ষাক্রম প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ | ২ - ৩ দিন | ৫০ জনের বেশি দলে অংশগ্রহণ করবেন না |
| তৃতীয় পর্যায় মুখ্য, মাঠ ও স্থানীয় পর্যায়ের বিশেষজ্ঞগণের প্রশিক্ষণ | টি.টি.সি., পি.টি.আই., শিক্ষা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অনুষদ সদস্য ও জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা (প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিভিন্ন দলে প্রশিক্ষণ দান) | দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কেন্দ্র | জাতীয় পর্যায়ের বিশেষজ্ঞ ও মাষ্টার ট্রেনারগণ | প্রশিক্ষণ সামগ্রীর পরিসর ও প্রয়োজন অনুসারে প্রশিক্ষণ কাল নির্ধারণ করতে হবে | প্রতি দলে ৫০ জনের বেশি হবে না। |
| চতুর্থ পর্যায় বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ ও সমপর্যায়ের শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দের প্রশিক্ষণ | দেশের সকল বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ (প্রতি দলে ৫০ জনের অধিক নয়. | দেশের, বিভিন্ন স্থানে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কেন্দ্রে | মুখ্য, মাঠ, স্থানীয় পর্যায়ের প্রশিক্ষক এবং জাতীয় পর্যায়ের বিশেষজ্ঞ ও মাষ্টার ট্রেনারগণ | সমগ্র দেশে প্রয়োজন অনুযায়ী প্রশিক্ষণ কাল নির্ধারণ করতে হবে | |

শিক্ষাক্রম বিস্তরণের জন্য প্রশিক্ষণ সংগঠন

উপরিউক্ত ছকে দেখানো প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রশিক্ষণ অর্থাৎ উর্ধ্বতন ও জাতীয় পর্যায়ের মাস্টার ট্রেনারদের প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রম বিস্তরণ কার্যে দায়িত্ব প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাবৃন্দের সহায়তায় কেন্দ্রীয়ভাবে আয়োজন ও পরিচালনা করা হয়। তৃতীয় ও চতুর্থ পর্যায়ের প্রশিক্ষণ জাতীয় পর্যায়ের মাষ্টার ট্রেনারদের সহায়তায় সংশ্লিষ্ট স্থানে আয়োজন ও পরিচালনা করা যেতে পারে। স্থানীয় পর্যায়ের প্রশিক্ষণের সামগ্রিক দায়িত্ব স্থানীয় সমন্বয় কমিটির উপর ন্যস্ত করতে হবে। তবে অর্থ ও প্রশিক্ষণ উপকরণ কেন্দ্রীয়ভাবে সরবরাহ করতে হবে।

শিক্ষাক্রম বিস্তরণে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা

বিভাগীয় পর্যায়ের শিক্ষা বিভাগীয় কর্মকর্তাগণ স্ব স্ব এলাকার প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়নে সামগ্রিক দায়িত্ব পালন করবে। অন্যান্য শিক্ষা কর্মকর্তাগণ নিজ নিজ এলাকার প্রশিক্ষণ আয়োজনের দায়িত্বে থাকবেন।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৪.১

**সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।**

১। শিক্ষাক্রম বিস্তরণে কারা স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে অংশ নেবেন?
- ক) শিক্ষক
- খ) শিক্ষা প্রশাসক
- গ) জাতীয় পর্যায়ের প্রশাসকবৃন্দ
- ঘ) মাঠ পর্যায়ের প্রশিক্ষকবৃন্দ

২। কোন্‌টি শিক্ষাক্রম বিস্তরণ সামগ্রী নয়?
- ক) প্রশিক্ষণ কার্যক্রম
- খ) প্রশিক্ষণ নির্দেশিকা
- গ) শিক্ষা উপকরণ
- ঘ) প্রশিক্ষণে যোগদান পত্র

৩। শিক্ষক প্রশিক্ষণে কোন্‌টি ব্যবহারিক কাজ হিসেবে পরিগণিত?
- ক) প্রদর্শন পাঠ
- খ) শিক্ষক সংস্করণ
- গ) প্রশিক্ষণ সমন্বয়
- ঘ) দলগত আলোচনা

## পাঠ ৪.২ কর্মপূর্ব প্রশিক্ষণ, বিস্তরণ উত্তর কার্যক্রম, গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ ও পুনরাবর্তন

**এই পাঠ শেষে আপনি —**

- পরিমার্জিত শিক্ষাক্রম বিস্তরণ উত্তর কার্যক্রমের বিভিন্ন দিক বর্ণনা করতে পারবেন এবং
- শিক্ষাক্রমের গুণগত মান নিয়ন্ত্রণের পুনরাবর্তনের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করতে পারবেন।

### শিক্ষাক্রম বিস্তরণ উত্তর কার্যক্রম

শিক্ষাক্রম প্রবর্তনের পর পরই ধারাবাহিকভাবে পরিবীক্ষণ (Monitoring) করা একান্ত দরকার। কারণ শিক্ষাক্রম বিস্তরণ করা হলেই মনে করা হয় যে বিদ্যালয়ে তা কার্যকরভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে ; কিন্তু তা ঠিক নয়। শিক্ষাক্রমের গুণগতমানের যাতে অবনতি না ঘটে সেজন্য সম্পূরক সামগ্রী সরবরাহ করা হয়। শিক্ষাক্রমকে সময়ের চাহিদার সঙ্গে সচল রাখার জন্য নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে অনুসরণ কার্যক্রম (Follow-up Programme) হাতে নিতে হয় ঃ

- সাম্প্রতিক ও সম্পূরক সামগ্রী সরবরাহ (Updating and Supplementary Material Supply)
- গুণগতমান নিয়ন্ত্রণ (Quality Control)
- পুনরাবর্তন (Recycling)

### সাম্প্রতিক ও সম্পূরক সামগ্রী

শিক্ষাক্রমকে সময়ের সাথে সচল রাখার জন্য সাম্প্রতিক ও সম্পূরক সামগ্রী সরবরাহ করা অত্যাবশ্যক। শিক্ষাক্রম প্যাকেজ প্রকাশের মধ্যে শিক্ষাক্রম বিস্তরণের কাজ শেষ হয়ে যায় না। বিদ্যালয় ব্যবস্থায় শিক্ষাক্রম প্রবর্তনের পর কিছু নতুন সমস্যার উদ্ভব ঘটে। এসব সমস্যা সমাধানের জন্য শিক্ষক, ছাত্র, অভিভাবক ও তত্ত্বাবধায়কগণকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। বিশ্বের উন্নতদেশসমূহে এ জন্য 'নিউজ লেটার' প্রকশ করে থাকে। এই নিউজ লেটারের অন্তর্ভুক্ত বিষয় হল - নতুন শিখন কার্যাদি, অনুশীলনী ইত্যাদি। অপরদিকে শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকেও নবায়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। তাছাড়া কোন অঞ্চলের বিশেষ বৈশিষ্ট্যের চাহিদার নিরিখে কখনও কখনও শিক্ষাক্রমে নবতর সংযোজনের দরকার হয়। এজন্য সরজমিনে নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করার পর বিচার বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত নিতে হয়।

### গুণগতমান নিয়ন্ত্রণ

নতুন শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের সময় ধরে নেওয়া হয় যে, সময় পাও হওয়ার সাথে সাথে শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পাবে। সে সাথে শিক্ষকবৃন্দও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে শিক্ষাদানের মান বৃদ্ধি করবে এবং শিক্ষার্থীরাও বুঝতে পারবে তাদেরকে কি কি শিখতে হবে।

শিক্ষাক্রমের গুণগতমান সমীক্ষায় সাধারণত যে যে দিকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায় তা হলঃ

- মাঠ পর্যায়ের মূল্যায়নে কোন শিখন সামগ্রী কার্যকর বলে প্রমাণিত হলেও পরবর্তীকালে দেশব্যাপী ব্যবহারে তত কার্যকর নয় বলে তথ্য পাওয়া যায়।
- অনেক সময় শিক্ষাক্রমের আওতাভুক্ত বিষয়সমূহের মধ্যে দু'একটি বিষয় সবদিক থেকে কার্যকর প্রমাণিত হয় না।
- কোন কোন বিষয় কেবল জ্ঞান আহরণের জন্য খুবই উপযোগী। কিন্তু যে সকল বিষয়ে প্রয়োগ, বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ ইত্যাদি দিক সম্পর্কে তেমন গুরুত্ব পায়নি।

শিক্ষাক্রমের গুণগতমানের এরূপ তাৎপর্যপূর্ণ অবনতির কারণ হিসেবে দুইটি দিক চিহ্নিত করা যেতে পারে ঃ

- শিক্ষকগণ যথাযথভাবে নতুন পদ্ধতি অনুসরণে শ্রেণীতে পাঠ দান করতে পারেন নি।
- শিক্ষাক্রমের মধ্যেই কিছু ত্রুটি নিহিত রয়েছে। নিবিড়ভাবে সমীক্ষা পরিচালনা করে এই ত্রুটি নিরসনে সঠিক কারণ চিহ্নিত করে তা উত্তরণের যথাবিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়।

## পুনরাবর্তন

শিক্ষাক্রমের উপযোগিতা একটি নির্দিষ্ট সময়কালের মধ্যে সীমিত থাকে। আজ যা উপযোগী কাল তা অনপোযোগী হয়ে পড়ে। সে কারণে পরিবর্তিত অবস্থার তাগিদে শিক্ষাক্রম পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে পড়ে। বিষয়ের ক্রমবৃদ্ধি, মূল্যবোধের পরিবর্তন, শিক্ষায় নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবন, সময় ও সামাজিক চাহিদা পূরণের জন্য শিক্ষাক্রম পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে পড়ে।

শিক্ষাক্রম পুনরাবর্তন দুইভাবে করা যেতে পারে ঃ

- শিক্ষাক্রম পর্যায়ক্রমে পরিবর্তন করা
- পুরোপুরি নবায়ন করা।

শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন উত্তর কার্যক্রমের মাধ্যমে দুর্বলতা এবং সংযোগ-সন্ধি যুগপৎ চিহ্নিত করতে হয়। অতঃপর দুর্বলতা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় পরিমার্জিত শিখন সামগ্রী প্রণয়নপূর্বক চিহ্নিত সংযোগ-সন্ধিতে সন্নিবেশ করতে হয়।

- **শিক্ষাক্রম পর্যায়ক্রমে পরিবর্তন করা**

পর্যাক্রমে শিক্ষাক্রম পরিবর্তনের সুবিধা অনেক। এই পরিবর্তনের কাজ তুলনামূলকভাবে সহজ এবং এর জন্য নতুন পরিকল্পনার দরকার হয় না। কারণ প্রচলিত উপকরণ সামগ্রী ও জনবল ব্যবহার করে সম্পন্ন করা যায়। এইরূপ পরিবর্তন সাম্প্রতিক ও সম্পূরক সামগ্রী সরবরাহের মাধ্যমে সম্পন্ন করা যায়। তাছাড়া এই পরিবর্তন অংশবিশেষ থেকেও শুরু করা যায়।

- **পুরোপুরি নবায়ন করা**

পুরোপুরি নবায়ন কার্যক্রমে শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য থেকে শুরু করে বাস্তবায়ন পর্যন্ত সকল পর্যায়ের কার্যাদি ধারাবাহিকভাবে সম্পন্ন করতে হয়। এ কাজে দক্ষ জনবল, সময়, অর্থ এবং প্রয়োজনীয় যোগানের দরকার হয়। শিক্ষক্রম পরিমার্জন সংস্থা/ব্যক্তি সামগ্রিকভাবে কার্যক্রমের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৪.২

**সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।**

১। শিক্ষক-প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের প্রশিক্ষকবৃন্দকে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রম সম্পর্কে কিরূপ প্রশিক্ষণ দেওয়া দরকার?

ক) দীর্ঘমেয়াদী পরিচিতি প্রশিক্ষণ
খ) স্বল্পমেয়াদী পরিচিতি প্রশিক্ষণ
গ) দূরশিক্ষণের মাধ্যমে এক মাসব্যাপী প্রশিক্ষণ
ঘ) আলোচনার মাধ্যমে এক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ

২। আঞ্চলিক চাহিদা পূরণের জন্য নির্ভরযোগ্য তথ্য কোথা থেকে সংগ্রহ করতে হয়?

ক) শিক্ষা বিভাগীয় অফিস
খ) শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়
গ) শিক্ষাক্রম উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান
ঘ) মাঠ পর্যায়

৩। শিক্ষাক্রম পর্যায়ক্রমে পরিবর্তন করা কোন্‌টির আওতাভুক্ত?

ক) চাকুরীপূর্ব শিক্ষাক্রম পরিমার্জন
খ) সাম্প্রতিকীকরণ
গ) গুণগতমান নিয়ন্ত্রণ
ঘ) পুনরাবর্তন

## পাঠ ৪.৩ মূল্যায়ন, শিক্ষাক্রম মূল্যায়ন এবং মূল্যায়নের ধাপ

**এই পাঠ শেষে আপনি —**

- মূল্যায়ন বলতে কি বোঝায় তা উদাহরণ সহকারে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- শিক্ষাক্রম মূল্যায়নের কয়েকটি সংজ্ঞা বলতে পারবেন এবং প্রত্যেকটি সংজ্ঞার ব্যাপকতা ও সীমাবদ্ধতা আলোচনা করতে পারবেন এবং
- শিক্ষাক্রম মূল্যায়নের বিভিন্ন ধাপগুলো উল্লেখপূর্বক ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

### মূল্যায়ন কি?

সাধারনভাবে, মূল্যায়ন শব্দটি 'পরিমাপ' শব্দের প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। একজন শিক্ষক যখন কোন শিক্ষার্থীর 'কৃতিত্ব' পরীক্ষা করেন তখন তিনি বলতে পারেন যে, তিনি শিক্ষার্থীর সাফল্য "পরিমাপ" করেছেন। কিন্তু প্রকৃত অর্থে, মূল্যায়ন কেবল পরিমাপে সীমিত নয়। মূল্যায়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। শিক্ষাদান কার্যের পাটভূমিতে বলা যায় যে, মূল্যায়ন হল একটি বিধিবদ্ধ পদ্ধতি যার সাহায্যে শিক্ষার্থীরা শিক্ষার উদ্দেশ্য অর্জনে কতটা সফল হয়েছে তা নিরূপণ করা যায়।

এ সংজ্ঞার দুটো গুরুত্বপূর্ণ দিকের প্রতি আমাদের অবশ্যই নজর রাখতে হবে। প্রথমত মূল্যায়ন একটি সুপরিকল্পিত পদ্ধতি যা শিক্ষার্থীর আচরণের আকস্মিক ও অনিয়ন্ত্রিত পর্যবেক্ষণকে পরিহার করে। দ্বিতীয়ত মূল্যায়নের জন্য শিক্ষার উদ্দেশ্য পূর্বেই নিরূপিত থাকে। পূর্ব নির্ধারিত উদ্দেশ্য ব্যাতিরকে শিক্ষার্থীর শিখনের প্রকৃতি ও পরিমাণ নিরূপণ সম্ভব নয়। মূল্যায়নের মধ্যে শিক্ষার্থীর আচরণের পরিমাণগত এবং গুণগত বর্ণনাতো রয়েছেই, তদুপরি রয়েছে ঐ আচরণ কতটা বাঞ্ছনীয় তার মূল্যবিচার। এ দুটোর সম্পর্ক নিম্নরূপে দেখানো যায়।

মূল্যায়ন = শিক্ষার্থীর আচরণের পরিমাণগত বর্ণনা (পরিমাপ) + মূল্যবিচার
মূল্যায়ন = শিক্ষার্থীর আচরণের গুণগত বর্ণনা (পরিমাপবিহীন) + মূল্যবিচার

**শিক্ষাক্রম মূল্যায়ন**

শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার, নবায়ন ও উন্নয়ন সম্পর্কিত যে কোন কার্যক্রম একইসঙ্গে ঐ পরীক্ষা ও মূল্যায়ন পদ্ধতির সংস্কার ও উন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। শিক্ষাক্রমে কোন পরিবর্তন আনয়নের পূর্বশর্ত হচ্ছে পরীক্ষা ও মূল্যায়ন পদ্ধতির পরিমার্জন। এ কারণেই পৃথিবীর সর্বত্র শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির যে কোন সংস্কার ও নবায়নকালে শিক্ষাবিদগণ পরীক্ষা ও মূল্যায়ন ব্যবস্থার সংস্কারের কাজে হাত দেন যেন পরীক্ষা ও মূল্যায়ন কার্যক্রম নতুন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়। শিক্ষাক্রম মূল্যায়ন সম্পর্কে বিভিন্ন শিক্ষাবিদ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিভিন্ন সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন।

নিচে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি সংজ্ঞা উপস্থাপন করা হল ঃ

হার্লেন ও ওয়াইনের (১৯৭৫) মতে শিক্ষাক্রমের উপযোগিতা, কার্যকারিতা এবং শিক্ষাগত মূল্য সম্বন্ধে সিদ্ধান্তে আসার জন্য যে তথ্য প্রমাণ প্রয়োজন তা সংগ্রহ ও সরবরাহ করার প্রক্রিয়াই হলো শিক্ষাক্রম মূল্যায়ন। (Curriculum evaluation is the collection and provision of evidence on the basis of which decisions can be taken about the feasibility effectiveness and educational value of curricula).

শিক্ষাক্রম মূল্যায়নের প্রকৃতি ও পরিসর সম্বন্ধে বিখ্যাত শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ হিলডা তাবা (১৯৬২) এর মন্তব্য থেকে কিছুটা ধারণা পাওয়া যায়। তাঁর মতে "মূল্যায়ন বহু প্রক্রিয়ার বর্ণনা দিতে পারে এবং এর বহুবিদ অর্থও আছে ঃ আমরা যখন একটি শিক্ষাক্রম মূল্যায়ন করতে যাই তখন আমাদের নানারকম উদ্দেশ্য থাকতে পারে, মূল্যায়ন করতে আমরা বিভিন্ন কৌশল ও হাতিয়ার ব্যবহার করতে পারি, বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গ মূল্যায়ন করতে পারেন - এদের মধ্যে কেউ কেউ প্রশাসনিক কাজের সাথে সম্পৃক্ত আবার কেউ কেউ শিক্ষাক্রমের শিক্ষাগত তাৎপর্য খুঁজতে ব্যস্ত।

". . . . . The term evaluation can describe many processes and can have many meanings : We can have many different aims in view when we set out to evaluate a curriculum and we can employ many different techniques in during so ; it can also be conducted by many different categories of people, some of whom will be concerned with the administrative function, other with its educational implications.

উল্লিখিত আলোচনা থেকে আমরা এ ধারণায় উপনীত হতে পারি যে, মূল্যায়নের মাধ্যমে আমরা শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পেয়ে থাকি এবং এর ফলে শিক্ষাক্রম পরিমার্জন সম্পর্কিত দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা চলে।

শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও মূল্যায়নের অনুসৃত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রধান প্রধান ধাপ হল ঃ

- শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও মূল্যায়ন পরিকল্পনা মূল্যায়ন।
- শিক্ষার সাধারণ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নির্ধারণের পর মূল্যায়ন।
- বিষয়বস্তু নির্বাচনের পদ্ধতি মূল্যায়ন।
- শিখন সামগ্রী প্রণয়ন, উপযোগিতা যাচাই (যুক্তসিদ্ধ মূল্যায়ন) ও সংশোধন।
- শিখন সামগ্রী নির্বাচিত বিদ্যালয়ে প্রয়োগ করে (মাঠ পর্যায়ে) উপযোগিতা মূল্যায়ন।
- দেশব্যাপী বাস্তবায়নকালে মূল্যায়ন।
- দীর্ঘ সময়ব্যাপী ব্যবহার উপযোগী রাখার জন্য গুণগতমান নিয়ন্ত্রণ।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৪.৩

**সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।**

১। শিক্ষাক্রম মূল্যায়ন সম্পর্কে হার্লেন ও ওয়াইন কি মত পেষণ করেন?
- ক) প্রয়োজনীয় তথ্য প্রমাণ সংগ্রহ
- খ) শিক্ষকদের অভিমত সংগ্রহ
- গ) শিক্ষার্থীদের অভিমত সংগ্রহ
- ঘ) মাঠ পর্যায়ে প্রয়োগ ও পরীক্ষণ

২। মূল্যায়ন কোন্‌টিকে পরিহার করে?
- ক) বিশেষজ্ঞদের প্রদত্ত অভিমত
- খ) শ্রেণীকক্ষে শিক্ষকদের পাঠদানে ব্যর্থতা
- গ) অনিয়ন্ত্রিত ও আকস্মিক পর্যবেক্ষণ
- ঘ) পূর্ব নির্ধারিত উদ্দেশ্যভিত্তিক শিখন সাফল্য নিরূপণ

৩। শিক্ষাক্রমে গুণগত মাননিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য কি?
- ক) দেশব্যাপী সফলভাবে প্রয়োগ করা
- খ) দীর্ঘকাল ধরে ব্যবহারের উপযোগী রাখা
- গ) শিক্ষকদের শিক্ষাদানের উৎকর্ষ বৃদ্ধি করা
- ঘ) বিদ্যালয় ও সমাজের পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নত করা

## পাঠ ৪.৪ শিক্ষাক্রম মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা, লক্ষ্য, উপাদান এবং বিভিন্ন দিক

**এই পাঠ শেষে আপনি —**

- মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তার বিশদ বিবরণ দিতে পারবেন।
- শিক্ষাক্রম মূল্যায়নের লক্ষ্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- শিক্ষাক্রমের কোন্ কোন্ উপাদান মূল্যায়ন করতে হবে তা ব্যাখ্যা করে বলতে পারবেন এবং
- শিক্ষাক্রম কোন্ কোন্ দিক থেকে মূল্যায়ন করতে হয় তা বর্ণনা করতে পারবেন।

একটি শিক্ষাক্রম দীর্ঘকাল ধরে চলতে পারেনা। শিক্ষাক্রম হল একটি গতিশীল প্রক্রিয়া। কোন দেশের চাহিদার পরিবর্তন ঘটলে বা পরিবর্তন আনয়নের লক্ষ্য অথবা প্রচলিত শিক্ষাক্রম সময়ের চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হলে তাকে সচল রাখার জন্য তথা চাহিদা পূরণে সমর্থ করার জন্য শিক্ষাক্রম মূল্যায়ন করে নবায়ন করতে হয়। মূল্যায়ন না করে শিক্ষাক্রম পরিবর্তনের উদ্যোগ করা ঠিক নয়। এ কারণে শিক্ষাক্রম মূল্যায়ন করতে গিয়ে নিম্নে বর্ণিত দিকগুলোর ওপর সযত্ন দৃষ্টি দিতে হয় ঃ

**শিক্ষাক্রম মূল্যায়নের বিভিন্ন দিক**

- একটি জাতির শিশু, কিশোর ও তরুণদের গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রচলিত বা প্রস্তাবিত শিক্ষাক্রম কতটা উপযোগী সে সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা।
- প্রস্তাবিত/প্রচলিত শিক্ষাক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা ভবিষ্যৎ জীবনের মুখোমুখি হওয়ার জন্য কতটুকু প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারছে তা জানা।
- শিক্ষকগণ প্রস্তাবিত শিক্ষাক্রম শিক্ষার্থীদের মধ্যে বাস্তবায়নে কতটা সমর্থ হবেন সে সম্পর্কে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করা এবং কীভাবে শিখন শেখানো কার্যক্রমের আয়োজন করা হলে শিক্ষার্থীরা পুরোপুরি শিখতে পারবে তা জানা।
- শিক্ষা - ব্যবস্থাপক, প্রশাসক, পরিদর্শক, তত্ত্বাবধায়ক এবং শিক্ষক প্রশিক্ষক কোন পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া অনুসরণ করলে শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য অর্জিত হবে সে বিষয়ে নির্দেশনা লাভ।
- শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে কি পরিমাণ অর্থ ব্যয় হতে পারে এবং এ ব্যয় লাভজনক হবে কি না, তা জানা।
- প্রস্তাবিত শিক্ষাক্রম শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও সমাজের সকল মানুষের চাহিদা কতটা পরিপূর্ণ করতে সমর্থ তা জানা এবং শিক্ষাক্রমকে সচল রাখার জন্য কি কি নতুন বিষয় সংযোজন করা দরকার তা সনাক্ত করা।
- দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে, বিশেষ করে দেশের মানব সম্পদ ব্যবহারে শিক্ষাক্রমের উপযোগিতা নিরূপণ করা।

উপরিউক্ত তথ্যের মাধ্যমে শিক্ষাক্রম পরিকল্পনাকারী এবং মূল্যায়নকারীগণ নিম্নোক্ত দিকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন ঃ

- শিক্ষাক্রম নবায়নের রূপরেখা প্রণয়ন।
- শিখন সামগ্রী ও উপকরণ পরিমার্জনের পদ্ধতি ও সংযোগ সন্ধি নিরূপণ।
- শিক্ষাব্যবস্থাপনা, প্রশাসন, পরিদর্শন, তত্ত্বাবধান, শিক্ষক প্রশিক্ষণ সম্পর্কে নীতি - পদ্ধতি নিরূপণ।
- শিক্ষাক্রম বিস্তরণ কার্যক্রম প্রণয়ন।
- শিক্ষক, প্রশিক্ষক, শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের দায়িত্ব ও কর্তব্য বণ্টন।

**শিক্ষাক্রম মূল্যায়নের লক্ষ্য**

শিক্ষাক্রম মূল্যায়নের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে ঃ

- শিক্ষাব্যবস্থার সামগ্রিক উন্নতি সাধন করা।

- শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন ও শিক্ষাব্যবস্থার সমস্যা সনাক্ত করা।
- শিক্ষা সমস্যা সমাধানের নতুন উপায় বা কৌশল উদ্ভাবন করা।
- শিক্ষা প্রশাসক, ব্যবস্থাপক ও শিক্ষকবৃন্দের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি করা যাতে করে তাঁরা প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনয়নের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে পারেন।
- সর্বোপরি শিক্ষাব্যবস্থার সামগ্রিক পরিবর্তন আনয়ন করে দেশের জনগণকে মানব সম্পদ হিসেবে গড়ে তোলার ভিত্তি ভূমি রচনা করে জনগণের জীবনযাত্রার গুণগত মান উন্নীত করা।

**শিক্ষাক্রমের কোন্ কোন্ উপাদান মূল্যায়ন করা হয়**

শিক্ষাক্রমের সকল উপাদান অর্থাৎ সম্পূর্ণ শিক্ষাক্রমই মূল্যায়ন করতে হবে। কারণ মূল্যায়নের লক্ষ্য হচ্ছে প্রচলিত শিক্ষাক্রমের কার্যকারিতা যাচাই করা। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশে কোন শিক্ষা স্তরের চূড়ান্ত পরীক্ষায় শিক্ষার্থী সফলতা বা বিফলতার নিরিখে দেশের শিক্ষাব্যবস্থা ও এর শিক্ষাক্রমের কার্যকারিতা বিচার করা হয়। আমাদের প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতিতে কেবল শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞানের একটি ক্ষুদ্র অংশ বিবেচনা করা হয়। আর তারই ভিত্তিতে সামগ্রিক পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এটি কোনক্রমেই কাম্য নয়।

শিক্ষাক্রমকে মূল্যায়ন করতে হলে এর সকল উপাদান যেমন- উদ্দেশ্য, বিষয়বস্তু, শিক্ষার্থীর বিদ্যালয়ে অবস্থানকাল শিক্ষকের যোগ্যতা ও প্রস্তুতি, দৈনিক কার্যভার, বিদ্যালয়ের ভৌত সুযোগ সুবিধা, বিদ্যালয় প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা শিক্ষার পরিবেশ বিদ্যালয়ের বাইরে জনজীবন ও জীবন ধারণ কৌশল, রাষ্ট্রীয় রীতিনীতি, সর্বোপরি পরীক্ষা, পরিমাপ ও মূল্যায়ন পদ্ধতি সবকিছুর মূল্যায়ন করা দরকার হয় তবে কখনও কখনও এর দুই একটি উপাদান মূল্যায়ন করা হয়। এরূপ মূল্যায়নের কারণ হচ্ছে, অন্যান্য উপাদান চাহিদা পূরণে সমর্থ রয়েছে অর্থাৎ কার্যকারিতা হারায় নি। যেসব উপাদান মূল্যায়নের আওতাভুক্ত হতে পারে তাহল ঃ শিখন সামগ্রী, শিক্ষাক্রম পরিচিতি ও বিস্তরণ, শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইত্যাদি। আবার কখনও একটি উপাদানের বিভিন্ন দিক যেমন- পাঠ্যপুস্তকের পঠনযোগ্যতা, ভাষার কাঠিন্য, ব্যাখ্যার সুস্পষ্টতা, অনুশীলনীর পর্যাপ্ততা ইত্যাদি মূল্যায়ন করা হয়। কখনও কখনও শিক্ষাক্রমের বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ দিক ঃ যেমন- পাঠদান কাল ও শ্রেণী শিক্ষাদান ব্যবস্থার শিক্ষাক্রমে যৌক্তিকতা, কার্যকারিতা ইত্যাদি মূল্যায়ন করে দেখা হয়।

শিক্ষাক্রম উন্নয়নে মূল্যায়ন একটি আবশ্যিক প্রক্রিয়া। মূল্যায়ন একটি সুপরিকল্পিত ও ধারাবাহিক ব্যবস্থা হিসেবে গৃহীত হওয়া প্রয়োজন। বর্তমানে শিক্ষাক্রমবিদগণ নানা দিক মূল্যায়ন করে শিক্ষাক্রমের একটি বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নির্মাণ করে থাকেন। শিক্ষাক্রম মূল্যায়ন করতে গিয়ে তাঁরা নিচের দিকগুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখেন ঃ

- শিক্ষাক্রমের স্তর বিভাগ ঃ যেমন- প্রাথমিক, নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাক্রম।
- শিক্ষাক্রমের বিশেষ দিক চিহ্নিতকরণ ঃ এ দিকগুলোর প্রকৃতি অনুসারে মূল্যায়ন করা হয়। যেমন- পাঠ্যপুস্তকের কার্যকারিতা, শিখন-শেখানোর কাজ ইত্যাদি।
- সঠিক তথ্য লাভের জন্য বিভিন্ন উৎস নিরূপণ ঃ যেমন- শিক্ষাবিদ, বিষয় বিশেষজ্ঞ, শিক্ষক ও শিক্ষার্থী ইত্যাদি দলের মতামত গ্রহণ।
- পরিমাণগত ও গুণগত তথ্য নিরূপণ ঃ ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত, বিদ্যালয়ে অবস্থানকাল, শিক্ষকের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ইত্যাদি।
- শিক্ষাক্রম মূল্যায়নের সময়কাল ঃ কত সময় ধরে মূল্যায়নের কাজ চলবে এবং এ কাজের ধারা কিরূপ হবে।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৪.৪

**সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।**

১। শিক্ষাক্রম সম্বন্ধীয় কোন্ কার্যটি সুষ্ঠু না হলে সকল আয়োজন ব্যর্থ হয়?
- ক) শিক্ষাক্রম পরিকল্পনার রূপরেখা
- খ) শিখন সামগ্রী প্রণয়ন
- গ) বিদ্যালয়ের ভৌত সুবিধাবলি
- ঘ) শিক্ষাক্রম বিস্তরণ

২। শিক্ষাক্রম মূল্যায়নের প্রধান লক্ষ্য কি?
- ক) শিক্ষাব্যবস্থার সামগ্রিক উন্নতি বিধান
- খ) শিক্ষাব্যবস্থার সমস্যা সনাক্ত করা
- গ) শিক্ষার এক-একটি উপাদানের বিভিন্ন দিক যাচাই করা
- ঘ) দেশের জনগণকে জনসম্পদ পরিণত করা

## পাঠ ৪.৫ শিক্ষাক্রম মূল্যায়নের পর্যায় ও মডেল

**এই পাঠ শেষে আপনি —**

- কয়েকজন খ্যাতনামা শিক্ষাক্রম মূল্যায়ন বিশেষজ্ঞের নাম বলতে পারবেন।
- শিক্ষাক্রম মূল্যায়নের খ্যাতনামা তিনটি মডেলের বৈশিষ্ট্য বিবৃত করতে পারবেন এবং
- শিক্ষাক্রম মূল্যায়ন পর্যায়গুলোর বিশদ বর্ণনা দিতে পারবেন।

### শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও মূল্যায়ন মডেল

শিক্ষাক্রম উন্নয়নে যে সকল সোপান ও পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়, শিক্ষাক্রম মূল্যায়নেও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া মোটামুটিভাবে সে সকল সোপান ও পদ্ধতি অনুসৃত হয়। শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞগণ শিক্ষাক্রম উন্নয়নে ও মূল্যায়নে যে সকল শিক্ষাক্রম মডেল ব্যবহার করেছেন তার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি মডেল ধারবাহিকভাবে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

**স্টাফলবিম মডেল**

প্রখ্যাত শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ ডি. স্টাফলিবেম (১৯৭১) শিক্ষাক্রম মূল্যায়নের চারটি ক্ষেত্র চিহ্নিত করেছেন। তাঁর মতে, এই চারটি ক্ষেত্র মূল্যায়ন করলে আমরা যে চার ধরনের উপাত্ত পাব তার ভিত্তিতে চার রকম সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহজতর হবে। এই ক্ষেত্রগুলো হচ্ছে ঃ

- পরিস্থিতি ও পরিবেশ মূল্যায়ন - সামগ্রিক পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়ক।
- বিশেষ বিশেষ উপাদানের মূল্যায়ন - কি কি দিক গুরুত্ব পাবে তা নির্ধারণ করার কাজে সহায়ক।
- প্রক্রিয়া মূল্যায়ন - বাস্তবায়ন বিষয়ক সিদ্ধান্তের সহায়ক।
- উৎপাদন মূল্যায়ন - শিক্ষাক্রম নবায়ন করতে হবে কি না, সে সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক।

**ক্রনব্যাক মডেল**

বিখ্যাত মূল্যায়ন বিশেষজ্ঞ ও মনোবিজ্ঞানী লী.জে.ক্রনবাক (১৯৮৬) শিক্ষাক্রম ও জীবনব্যাপী শিক্ষা নামক গ্রন্থে শিক্ষাক্রম মূল্যায়নের তিনটি দিক উল্লেখ করেছেন ঃ

- শেখার বিষয়বস্তু ও শিখন শেখানো প্রক্রিয়ার উন্নয়ন।
- শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের দায়িত্বে যাঁরা আছেন তাঁদের উন্নয়ন।
- নতুন শিক্ষাক্রমের চাহিদা মোতাবেক প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা যুগোপযোগী করে সংগঠিত করা।

**স্টেইক মডেল**

শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ স্টেইক শিক্ষাক্রম মূল্যানের দ্বিমুখী ধারা উদ্ভাবন করেন। তিনি ১৯৭০ সালে শিক্ষাক্রম মূল্যায়নের এই মডেল প্রকাশ করেন। স্টেইক মডেলে শিক্ষাক্রম মূল্যায়নে উলম্ব ও আনুভূমিক এ দুইটি দিকের প্রত্যেকটিকে তিনটি ভাগে যেমন- পরিকল্পনা গ্রহণ পূর্ব অবস্থা, পরিকল্পনা বাস্তাবয়নকালীন অবস্থা এবং বাস্তবায়ন শেষ অবস্থায় ভাগ করা হয়েছে। স্টেইক মডেলের নকশাটি নিচে উপস্থাপন করা হল ঃ

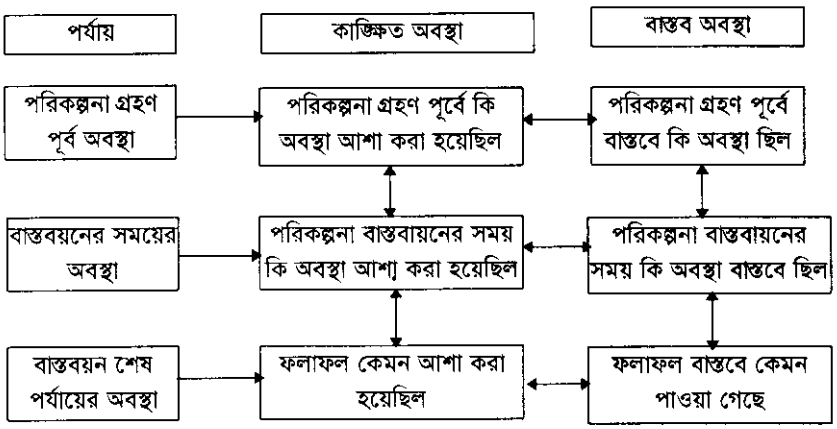


স্টেইক মডেলের প্রথম ধাপে উভয় প্রকারের (কাঙ্ক্ষিত ও বাস্তবে যা ছিল) মূল্যায়নের পর দ্বিতীয় ধাপের মূল্যায়নের কাজ ক্রমাগত চলতে থাকে শেষ ধাপে পৌঁছার পূর্ব পর্যন্ত। শেষ ধাপের ফলাফল প্রাপ্তির পর পুনরায় এর মূল্যায়ন করা হয়।

উপরের নকশায় এই তিন ধাপের মূল্যায়নের প্রত্যেকটি প্রক্রিয়াকে দুইভাবে দেখানো হয়েছে। স্টেইক মডেল অনুসরণ শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও মুল্যায়ন করা হলে শিক্ষাক্রমের কার্যকারিতা তাৎক্ষণিকভাবে ধরা পড়ে এবং প্রয়োজনীয় সংশোধন করে নেওয়ার সুযোগ পাওয়া যায়।

### শিক্ষাক্রম উন্নয়ন বা গঠন পর্যায়ে মূল্যায়ন

শিক্ষাক্রম মূল্যায়ন দুইটি পর্যায়ে করতে হয়। শিক্ষাক্রম মূল্যায়নের পর্যায় দুইটি হল ঃ

- শিক্ষাক্রম উন্নয়ন বা গঠন পর্যায়ে মূল্যায়ন এবং
- বাস্তবায়ন পর্যায়ে মূল্যায়ন।

নিচে ধারাবাহিকভাবে পর্যায় দুইটি বর্ণনা করা হল ঃ

শিক্ষাক্রম উন্নয়ন প্রক্রিয়া একটি দীর্ঘমেয়াদী কর্মধারা। পৃথিবী ব্যাপী বহু শিক্ষাক্রম উন্নয়ন কেন্দ্রে শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন কর্মকাণ্ড বছর ধরে চলে। শিক্ষাক্রমের উন্নয়ন কার্যক্রমকে ছয়টি স্তরে ভাগ করা হয়।

নিচের ছকে শিক্ষাক্রম উন্নয়নের বিভিন্ন পর্যায়ে উন্নয়নমূলক ও মূল্যায়ন বিষয়ক কাজের বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

শিক্ষাক্রম উন্নয়নের বিভিন্ন স্তরের কাজ ও মূল্যায়নের ভূমিকা

| স্তর | উন্নয়নের ভূমিকা | মূল্যায়নের ভূমিকা |
|---|---|---|
| ১. শিক্ষার সাধারণ লক্ষ্য স্থির করা | সাধারণ লক্ষ্য এবং বিদ্যালয়ের কাঠামো ও গঠন বিষয়ে সিদ্ধান্ত। | অনুধ্যান ঃ নির্ণীত লক্ষ্য কি সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, ব্যক্তিক চাহিদা পূরণে সক্ষম? শিক্ষার বিভিন্ন উপাদানের কথা কি বিবেচনা করা হয়েছে? বর্তমান সাফল্যের স্তর কর্মসূচি বাস্তবায়নের সম্ভাব্যতা। |
| ২. পরিকল্পনা করা | বিষয়ের তালিকা তৈরি ও বিষয়ক বস্তু স্থির করা, খসড়া শিখন সামগ্রী তৈরি করা। | বিষয়বস্তুর উপযুক্ততা বিচার, উদ্দেশ্যের সঙ্গে বিষয়ের তালিকা এবং বিষয়বস্তু সামঞ্জস্যপূর্ণ কি? উদ্দেশ্য, বিষয়বস্তু, কৌশল যথেষ্ট কি? |
| ৩. স্বল্পকারে পরীক্ষা নিরীক্ষা | শ্রেণীকক্ষে প্রয়োগকার মনিটরিং এর উপযোগিতা যাচাই করা। ·বিষয়বস্তুর সংশোধন বা পুনর্বিন্যাস। | নমুনা নির্বাচন করে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে শ্রেণীকক্ষে প্রয়োগ করে তথ্য সংগ্রহ করা। পর্যবেক্ষণ, যুক্তির ভিত্তিতে মূল্য বিচার, শিক্ষকদের সাথে আলোচনা শিক্ষার্থীদের তৈরি উৎপাদ। |
| ৪. মাঠ পরীক্ষণ | ছোট পাঠ সংশোধন ও পুনর্বিন্যাস শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় শর্ত ও অবস্থা নিরূপণ। | নমুনা নির্বাচন করে ব্যাপক আয়োজন ও বিভিন্ন অবস্থায় পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষাক্রমের কার্যকারিতা নির্ধারণ করা। |
| ৫. বাস্তবায়ন | শিক্ষক-প্রশিক্ষণ, কাজ, পরীক্ষা ব্যবস্থা ও পদ্ধতি, পরিদর্শক ও তত্ত্বাবধায়কদের সাথে যোগাযোগ। | শিক্ষাক্রমের চূড়ান্ত আকার পরীক্ষা করা। সিস্টেম লিংকের কার্যদক্ষতা সম্বন্ধে তথ্য প্রমাণ, শিক্ষক প্রশিক্ষণ সিস্টেমের কার্যকারিতা সম্বন্ধে তথ্য প্রমাণ সংগ্রহ। |
| ৬. মান নিয়ন্ত্রণ | বাস্তবায়ন করা, দ্বিতীয় পর্যায়ের কার্যক্রম পরিকল্পনা, শিক্ষাক্রমের কার্যকারিতা যাচাই করে মান নিয়ন্ত্রণ করা। | বাস্তবায়নের মান পরীক্ষা করা। নানাবিধ পরীক্ষণ প্রক্রিয়া প্রয়োগ করে উৎপাদন ফলের মান নির্ধারণ করা। কর্মদক্ষতার পরিবর্তন হওয়ার কারণ অনুধাবন করা, প্রয়োজনীয় নিরাময়মূলক ব্যবস্থা সুপারিশ করা। |

## শিক্ষাক্রম গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ

একটি শিক্ষাক্রম সফলতার সাথে প্রবর্তিত হলেও সময়ের ব্যবধানে এটির মান কমে যেতে পারে বা এটি কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলতে পারে। এরকম অবস্থা যাতে না হয়, সেজন্য স্থায়ী ও নিয়মিত অনুসারক কাজ ও মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা রাখতে হবে। অনুসারক কাজ ও মান নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যে কখন শিক্ষাক্রমের অংশবিশেষ বা পুরো শিক্ষাক্রম পরিবর্তন বা বাতিল করতে হবে। এরকম ব্যবস্থার মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্য একটি পুরানো শিক্ষাক্রম আধুনিকীকরণ বা একটি নতুন শিক্ষাক্রম পরিকল্পনা ও ডিজাইন করার প্রয়োজনীয়তার আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৪.৫

**সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।**

১। কোন্‌টি বাস্তবায়ন বিষয়ক সিদ্ধান্তের জন্য সহায়ক?
- ক) পরিস্থিতি মূল্যায়ন
- খ) উপাদান মূল্যায়ন
- গ) প্রক্রিয়া মূল্যায়ন
- ঘ) উৎপাদ মূল্যায়ন

২। স্টেইক মডেলের মাধ্যমে কোন্‌টি তাৎক্ষণিকভাবে শনাক্ত করা যায়?
- ক) বিষয়বস্তু
- খ) ব্যবস্থাপনা
- গ) বাস্তবায়ন
- ঘ) কার্যকারিতা

৩। স্টেইক শিক্ষাক্রম মূল্যায়নকে কয়টি ভাগে ভাগ করেছেন?
- ক) ৩টি
- খ) ৪টি
- গ) ৬টি
- ঘ) ৮টি

## পাঠ ৪.৬ শিক্ষাক্রম মূল্যায়ন কৌশল ও উপকরণ

**এই পাঠ শেষে আপনি —**

- শিক্ষাক্রম মূল্যায়নে বিশেষজ্ঞের অভিমত গ্রহণ কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- কোন বিশেষজ্ঞ শিক্ষাক্রমের কোন দিক সম্পর্কে অভিমত প্রদান করে তা সনাক্ত করতে পারবেন।
- বিশেষজ্ঞগণের নিকটি থেকে কোন উপকরণের মাধ্যমে কীভাবে অভিমত গ্রহণ করতে হয় তা বিবৃত করতে পারবেন এবং
- মৌখিক ও লিখিত প্রশ্ন কীভাবে প্রণয়ন করতে হয় তা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে বলতে পারবেন।

### শিক্ষাক্রম মূল্যায়ন কৌশল

শিক্ষাক্রম মূল্যায়ন বর্তমানে যে সব কৌশল ব্যবহৃত হচ্ছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ও বহুল প্রচলিত কয়েকটি কৌশল নিচে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল ঃ

- **বিশেষজ্ঞের মতামত গ্রহণ**

শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও মূল্যায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে বিশেষজ্ঞের মতামত গ্রহণের দরকার হয়। এই মতামতের উপর ভিত্তি করে শিক্ষাক্রম মূল্যায়নকারী যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন। কোন একক ব্যক্তি মূল্যায়নের সব কিছু বিষয়ের বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী হতে দেখা যায় না। এ কারণে শিক্ষক, বিষয় বিশেষজ্ঞ, মনোবিজ্ঞানী, সমাজ বিজ্ঞানী, শিক্ষক প্রশিক্ষক, শিক্ষাক্রম মূল্যায়ন বিশেষজ্ঞ শিক্ষা ব্যবস্থাপক ও প্রশাসক, অভিভাবক এবং শিক্ষা সচেতন নাগরিক-শিক্ষাক্রম মূল্যায়নের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

শিক্ষাক্রম মূল্যায়নে নিম্নোক্ত পরিস্থিতিতে বিশেষজ্ঞগণের মতামত গ্রহণ অত্যাবশ্যক।

- যখন দীর্ঘকাল ব্যাপী মাঠ পর্যায়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার সময় পাওয় যায় না, বিষয়টি নতুন বিধায় শিখন সামগ্রী রচনা করতে দীর্ঘ সময় ব্যয় হয়ে গেছে অথবা পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য শিক্ষক প্রশিক্ষণে বিলম্ব হওয়ার কারণে বিশেষজ্ঞের মতামত গ্রহণ করা হয়।
- সময়, অর্থ, শ্রম লাঘবের জন্য বিশেষজ্ঞগণের মতামত গ্রহণ করা হয়।

- **বিশেষজ্ঞ নির্বাচন**

বিশেষজ্ঞ হলেন এমন ব্যক্তি যিনি বিশেষ ক্ষেত্রে গভীর জ্ঞানের অধিকারী এবং উচ্চ দক্ষতা সম্পন্ন। শিক্ষাক্রম মূল্যায়নের বিভিন্ন ধরনের বিশেষজ্ঞের সহায়তার প্রয়োজন হয়। শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য মূল্যায়নে দার্শনিক, সমাজ বিজ্ঞানী, মনোবিজ্ঞানী, শিক্ষাক্রম ও মূল্যায়ন বিশেষজ্ঞ, শিক্ষা ব্যবস্থাপক ও তত্ত্বাবধায়কের মতামতের উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া উচিত।

- **বিষয়বস্তু ও শিখন সামগ্রী মূল্যায়নে - বিষয়ের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে বিষয় বিশেষজ্ঞ, শিক্ষক প্রশিক্ষকের মতামত**

**বিশেষজ্ঞ নির্বাচন**

শিখন সামগ্রী- শিক্ষার্থীর বয়স, গ্রহণ ক্ষমতা, কাঠিন্যতার মান ইত্যাদি যাচাইয়ের জন্য মনোবিজ্ঞানীর মতামত, সমাজের চাহিদা পূরণ ইত্যাদি সম্পর্কে সমাজবিজ্ঞানী, অভিভাবক ও শিক্ষা সচেতন নাগরিকের মতামত, শিখন সামগ্রী অনায়াসে পাঠদান করা যাবে কি না সে সম্পর্কে শিক্ষক প্রশিক্ষক ও অভিজ্ঞ শ্রেণী শিক্ষকের মতামত গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ নির্বাচনে তার দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার উপর অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হয়। এতদসত্ত্বেও শিক্ষা মনোবজ্ঞানী ব্লুমের মতে "শিক্ষাক্রম মূল্যায়নে বিশেষজ্ঞ নির্বাচন করা একটি জটিল কাজ। কারণ বিষয় বিশেষজ্ঞকে কেবল বিষয়ের পাণ্ডিত্য থাকলেই চলবে না সে সাথে বিষয় পাঠদান কৌশলও পারদর্শী হতে হবে"। এছাড়া বিষয় বিশেষজ্ঞগণ অধিকাংশ সময় উদ্ভূত সমস্যাকে নিজ বিষয়ের আঙ্গিকে বিচার করেন মাত্র, সামগ্রিক পটভূমিতে নয়। শিক্ষাক্রম মূল্যায়ন বিশেষজ্ঞ নির্বাচনে পেশাগত উৎকর্ষই বিচারের মানদণ্ড হিসেবে বিবেচনা করা সমীচীন।

নিরপেক্ষ বিশেষজ্ঞ নির্বাচন একটি কঠিন সমস্যা। কারণ কোন বিশেষজ্ঞই নিরপেক্ষ নয়। তাঁর নিজস্ব আশা আকাঙ্ক্ষা, বিশ্বাস, স্বপ্ন, আশা-নিরাশা, পছন্দ ইত্যাদিতে কোন না কোন পক্ষাপাতিত্ব দেখা যায়। এজন্য শিক্ষাক্রম মূল্যায়নের পক্ষে ও বিপক্ষে মতামত প্রদানকারী বিশেষজ্ঞগণের সাথে আলোচনা সভার আয়োজন করে শিক্ষাক্রম মূল্যায়নের লক্ষ্য আলোচনা করে কতগুলো গ্রহণযোগ্য সাধারণ নীতি উদ্ভাবন করা হয় এবং এ নীতির নিরিখে বিশেষজ্ঞের মতামত থেকে সঠিক দিকটি বেছে নেওয়া হয়।

### বিশেষজ্ঞের মতামত গ্রহণের উপায়

শিক্ষাক্রম মূল্যায়নে বিশেষজ্ঞের মতামত মৌখিক বা লিখিতভাবে কতকগুলো ধারাবাহিক প্রশ্নের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়। উত্তরদাতাগণের নিকট থেকে এককভাবে এবং দলগতভাবে চারটি উপায়ে তথ্য সংগ্রহ করা যায়।

**ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার**

বিশেষজ্ঞগণের নিকট থেকে শিক্ষাক্রম সম্পর্কে সরাসরি তথ্য সংগ্রহের সহজ উপায় সাক্ষাৎকার। এরূপ সাক্ষাৎকার মুক্ত বা বদ্ধ প্রশ্নের মাধ্যমে গ্রহণ যায়। শিক্ষাক্রমের কোন সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে এরূপ সাক্ষাৎকার নিয়ে বিষয়ের গভীরে যাওয়া যায়। বদ্ধ প্রশ্নের মাধ্যমে গ্রহণ সাক্ষাৎকার এর সুবিধা হল এই যে, একই বিষয়ে অনেক বিশেষজ্ঞের মতামত পাওয়া যায় এবং সমস্যা সমাধানের একটি সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা পাওয়া যায়। মুক্ত প্রশ্নের সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে সমস্যার বহুদিক সম্পর্কে আলোকপাত করা যায়। বদ্ধ প্রশ্নের মাধ্যমে সাক্ষাৎকারে তা করা যায় না। নিচে মৌখিক সাক্ষাৎকারের জন্য বদ্ধ ও মুক্ত প্রশ্নের নমুনা দেওয়া হল ঃ

### বদ্ধ প্রশ্নের নমুনা

'শিক্ষার্থীর সৃজনশীলতা বিকাশে সহায়তা করা' - কোনটি এই উদ্দেশ্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত বলুন

- দেশকে জানা ও ভালবাসা
- জ্যামিতিক আকার রচনা
- শিল্পকলা চর্চা।

'পারস্পরিক সমঝোতা এবং সকলের প্রতি শ্রদ্ধার মনোভাব সৃষ্টি করা' - এর সাথে সম্পর্কযুক্ত যোগ্যতা কোনটি বলুন?

- নারী পুরুষ, ধনী নির্ধন, পেশা ও জীবনধারার বৈচিত্র্য নির্বিশেষে সকলের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা।
- সকল ধর্মাবলম্বীর প্রতি সম্মান ও সহনশীলতা প্রকাশ করা।
- তথ্য সংগ্রহের সামর্থ্য অর্জন করা।
- সম্পদের অপচয় পরিহার করা।

### মুক্ত প্রশ্নের নমুনা

- শিক্ষার্থীর সৃজনশীলতা বিকাশে সহায়তা করার জন্য বিদ্যালয় কি কি কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারে?
- শিক্ষার্থীর সমঝোতা ও সকলের প্রতি শ্রদ্ধার মনোভাব সৃষ্টিতে বিদ্যালয়ে কি কি কার্যক্রম আয়োজন করা আবশ্যক?

শ্রবণ

শ্রবণ হচ্ছে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের একটি অধিকতর আনুষ্ঠানিক কৌশল। শিক্ষাক্রম মূল্যায়নের কাজে নিযুক্ত দলনেতা বিভিন্ন লক্ষ্যদলের প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনা সভার আয়োজন করে মূল্যায়নের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন। অতঃপর তিনি শিক্ষাক্রম মূল্যায়নের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলো পর্যায়ক্রমে উপস্থাপন করেন। প্রথমে ব্যক্তিগত মতামত গ্রহণ এবং পরে দলগতভাবে ঐকমতের ভিত্তিতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। শিক্ষাসূচি মূল্যায়নে শ্রবণ একটি কৌশল বিশেষ উপযোগী বলে শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞগণ অভিমত প্রকাশ করেন। মূল্যায়নের প্রধান প্রধান সমস্যাকে বিশেষজ্ঞগণের আলোচনার জন্য ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করা হয় এবং সেগুলো আলোচনা সভা আয়োজনের পূর্বেই দলনেতা দলের সদস্যদের সহায়তায় নিরূপণ করে নিয়ে থাকেন।

প্রভাবকারী দল

শিক্ষাক্রম সংস্কার ও মূল্যায়ন পরিকল্পনা সম্পর্কে প্রভাব ও চাপ সৃষ্টি করে এমন দলের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষাক্রম সংস্কার ও মূল্যায়নকারী সংস্থা এসব দলের প্রতিনিধিদের সাথে শিক্ষাক্রমের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে নিয়মিত আলোচনা সভা করে ঐকমত্যে উপনীত হতে পারেন। রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এভাবে প্রভাবকারী দলের নিকট থেকে শিক্ষা উন্নয়ন, পরিমার্জন, মূল্যায়ন ইত্যাদিতে সমর্থন লাভ করা হয়।

কর্তব্য কর্মে শিথিলতা থেকে নিষ্কৃতি লাভের উপায়

শিক্ষাক্রম মূল্যায়নকারী দলের যে কোন প্রকার ত্রুটি সংশোধনের জন্য যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় তাকে কর্তব্য কর্মে শিথিলতা থেকে নিষ্কৃতি লাভের উপায় বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ্য যে, শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও মূল্যায়নকারী দল যেসব লিখিত উপকরণ যেমন- উদ্দেশ্যের তালিকা, শিক্ষাসূচি, শিখন সামগ্রী পাঠদান পদ্ধতি, শিক্ষা সহায়ক উপকরণ, মূল্যায়ন হাতিয়ার, শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন কার্যক্রম ইত্যাদি চূড়ান্তভাবে গ্রহণের পূর্বে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, শিক্ষক সংস্থা, শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট, শিক্ষা সম্প্রসারণ সংস্থা শিক্ষা বোর্ড, বেসরকারী সংস্থা, কর্তৃক এসব সম্পর্কে গঠনমূলক সমালোচনা আহবান করা হয়। এই কৌশল শিক্ষাক্রম মূল্যায়নকারী সংস্থাকে এতদবিষয়ক সমালোচনা থেকে বহুলাংশে রক্ষা করে থাকে। গঠনমূলক সমালোচনা সম্পর্কে মতামত গ্রহণের জন্য অভিমত প্রদান ছক বা মতামত প্রশ্নমালা ব্যবহার করা হয়। নিচে অভিমত প্রদান ছকের একটি নমুনা দেওয়া হল ঃ

**অভিমত প্রদান ছক**

- আপনি কি কোন উদ্দেশ্যসমূহ সংযোজন করতে চান? হ্যাঁ/না (উত্তর হ্যাঁ হলে আপনার মনঃপুত উদ্দেশ্য উল্লেখ করুন) ঃ ----------

- আপনি কি কোন উদ্দেশ্যসমূহ বাদ দিতে চান? হ্যাঁ/না (উত্তর হ্যাঁ হলে নিচে এগুলোর ক্রমিক নম্বর লিখুন) ঃ ----------

- আপনি কি কোন উদ্দেশ্যসমূহ পরিমার্জন করতে চান? হ্যাঁ/না (উত্তর হ্যাঁ হলে সেটির ক্রমিক নম্বর উল্লেখপূর্বক আপনি যেভাবে লিখতে চান তা নিচে লিখুন) ----------

## লিখিত ঃ প্রশ্নোত্তরিকা

শিক্ষাক্রম উন্নয়নে ও মূল্যায়নে বিশেষজ্ঞের মতামত গ্রহণের সাধারণ উপায় হল লিখিত প্রশ্নোত্তরিকা। প্রশ্নোত্তরিকায় বিভিন্ন ধরনের বদ্ধ ও মুক্ত প্রশ্ন অন্তর্ভুক্ত করা যায়। শিক্ষাক্রম মূল্যায়নের বিভিন্ন পর্যায় যে সব প্রশ্নোত্তরিকা ব্যবহৃত হয় এদের দুই একটি করে নমুনা নিচে ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করা হল ঃ

## উদ্দেশ্য মূল্যায়ন বিষয়ক প্রশ্নোত্তরিকা

| নির্ণায়ক / উদ্দেশ্য | শিক্ষার লক্ষ্যের সাথে | | সুনির্দিষ্টভাবে | | যথাযথ ও অর্জন | | উচ্চতর শিক্ষা লাভ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | সম্পর্কযুক্ত | সম্পর্কযুক্ত নয় | বিবৃত | বিবৃত নয় | যোগ্য | যোগ্য নয় | গুরুত্বপূর্ণ | গুরুত্বপূর্ণ নয় |
| দেশ প্রেমের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে তোলা | | | | | | | | |
| শিক্ষার্থীকে বাঞ্ছিত সামাজিক আচরণ অর্জনে সহায়তা করা | | | | | | | | |

নিচের ছকের আলোকে শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে আপনার অভিমত টিক (✓) চিহ্ন দিয়ে নির্দেশ করুন।

| নির্ণায়ক / উদ্দেশ্য | জ্ঞান অর্জন | অনুসন্ধান সম্পর্কিত | প্রয়োগ সম্পর্কিত | প্রক্রিয়া সম্পর্কিত | দৃষ্টি সম্পর্কিত | দক্ষতা অর্জন সম্পর্কিত |
|---|---|---|---|---|---|---|
| নিজ পরিবেশকে জানতে ও বুঝতে শিক্ষার্থীকে সহায়তা করা। | | | | | | |
| জীবন যাত্রার মানোন্নয়নে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির গুরুত্ব বোঝা ও প্রয়োগ করা। | | | | | | |

## শিক্ষাসূচি বা বিষয়বস্তু মূল্যায়ন

মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য পুনর্লিখনের পরবর্তী কাজ হল পুনর্লিখিত উদ্দেশ্য অর্জনে প্রচলিত শিক্ষাসূচি বা বিষয়বস্তু কতটুকু উপযোগী তা মূল্যায়ন করে দেখা।

বিষয়বস্তু মূল্যায়নের একটি সামগ্রিক রূপরেখা নিচের ছকে উপস্থাপন করা হল ঃ

| নির্ণায়ক | মূল্যায়ন কার্যক্রমে সহায়তাকারী বিশেষজ্ঞের শ্রেণীবিভাগ | সম্ভাব্য মূল্যায়ন উপকরণ | কাঙ্খিত উত্তরের ধরন |
|---|---|---|---|
| ১. উদ্দেশ্যের সাথে বিষয়বস্তুর প্রাসঙ্গিকতা | • শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ<br>• বিষয় বিশেষজ্ঞ<br>• অভিজ্ঞ শিক্ষক | • বদ্ধ প্রশ্নোত্তরিকা | হ্যাঁ/না ও প্রসঙ্গিক লিখিত উত্তর |
| ২. আপ-টু-ডেট নেস | • বিষয় বিশেষজ্ঞ | • প্রশ্নোত্তরিকা | হ্যাঁ/না মুক্ত উত্তর |
| ৩. শিক্ষার্থী ও তার পরিবেশের সাথে প্রাসঙ্গিকতা | • শিক্ষা মনোবিজ্ঞানী<br>• শিক্ষক প্রশিক্ষক<br>• অভিজ্ঞ শিক্ষক | • রেটিং স্কেল<br>• বিশ্লেষণ ছক | দূর্বলতা সম্পর্কে নির্দেশনা ও দূরীকরণের উপায়। |
| ৪. বিষয়বস্তুর ভারসাম্য | • বিষয় বিশেষজ্ঞ<br>• শিক্ষা মনোবিজ্ঞানী<br>• শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ<br>• অভিজ্ঞ শিক্ষক | • প্রশ্নোত্তরিকা<br>• জ্ঞান<br>• দৃষ্টিভঙ্গি গঠন<br>• দক্ষতা<br>যা শিক্ষার্থীর কাজের সাথে সম্পর্কযুক্ত | হ্যাঁ/না মন্তব্য পরামর্শ |

- **বিষয়বস্তু মূল্যায়ন বিষয়ক প্রশ্নোত্তরিকা**

| বিষয়বস্তু/বৈশিষ্ট্য | উত্তর | |
|---|---|---|
| | হ্যাঁ | না |
| ১. উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তুর মধ্যে সম্পর্ক আছে কি? | | |
| ২. বিষয়বস্তুর যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতা আছে কি? | | |
| ৩. বিষয়বস্তু যুক্তিসিদ্ধভাবে বিন্যস্ত কি? | | |
| ৪. শিক্ষার্থীর মানসিক পরিপক্কতা, ঔৎসুক্য ইত্যাদির সাথে মনোবিজ্ঞানীক দিক থেকে প্রাসঙ্গিক কি না? | | |
| ৫. ভাষার বিশুদ্ধতা, উপযুক্ততা ও চিত্র যথার্থ কি না? | | |
| ৬. যথার্থতা পারস্পর্য রক্ষা করে শিখন কার্যাদি বিন্যাস করা হয়েছে কি না? | | |
| ৭. বিষয়বস্তুগুলো কার্যকরভাবে শিক্ষার্থীর কাছে উপস্থাপন করা সম্ভব হবে কি? | | |
| ৮. বিষয়বস্তু সমকালীন জীবনের চাহিদা পূরণে যথার্থ কি না? | | |
| ৯. বিষয়বস্তু শিক্ষার্থী ও তার পরিবেশের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কি না? | | |
| ১০. বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীর কাছে আনন্দদায়ক কি না? | | |

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৪.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

১। বিষয়বস্তুর বিশুদ্ধতা সম্পর্কে কার মতামত সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য?

ক) মনোবিজ্ঞানী
খ) বিষয় বিশেষজ্ঞ
গ) শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ
ঘ) মূল্যায়ন বিশেষজ্ঞ

২। শিক্ষাক্রম মূল্যায়নে কেন ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞদের মতামত অপরিহার্য হয়ে পড়ে?

ক) শিক্ষকদের মতামত গ্রহণযোগ্য না হলে
খ) শিক্ষার্থীদের চাহিদা নিরূপণ সম্ভব না হলে
গ) শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ সমাপ্ত না হলে
ঘ) মাঠ পর্যায়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্ভব না হলে

৩। এখানে কোন্‌টিকে দ্বিমুখী কৌশল বলা হয়েছে?

ক) শ্রবণ
খ) ডেলফি
গ) সাক্ষাৎকার
ঘ) মতামত দান

৪। কোন্‌টি 'প্রভাবকারী' দল?

ক) রাজনীতিকগণ
খ) বিশেষজ্ঞগণ
গ) শিক্ষকগণ
ঘ) শিক্ষার্থীগণ

# চূড়ান্ত মূল্যায়ন - ইউনিট ৪

## সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী ঃ

১। শিক্ষাক্রম বিস্তরণের উদ্দেশ্য কি? আলোচনা করুন।

২। শিক্ষাক্রম বিস্তরণে কোন্ কোন্ দিক সম্পর্কে সকলকে জানতে হয়?

৩। স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য কি? এ দুটি প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে কারা অংশগ্রহণ করেন?

৪। শিক্ষাক্রম বিস্তরণ উত্তর কার্যক্রমের অঙ্গগুলো কি?

৫। কি কি কারণে শিক্ষাক্রমের গুণগতমানের অবনতি ঘটে থাকে?

৬। শিক্ষাক্রম পুনরাবর্তনের প্রক্রিয়া কি কি?

৭। মূল্যায়নের উদ্দেশ্য কি? প্রসঙ্গত শিক্ষাক্রম মূল্যায়নের উদ্দেশ্য নিরূপণ করুন।

৮। শিক্ষাক্রম মূল্যায়নের প্রকৃতি ও পরিসর সম্পর্কে হিলডা তাবার অভিমত কি? আলোচনা করুন।

৯। শিক্ষাক্রম মূল্যায়ন ও উন্নয়নের অনুসৃত প্রধান বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রধান ধাপগুলো উল্লেখ করুন।

১০। শিক্ষাক্রম মূল্যায়নে কোন্ কোন্ দিক সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়?

১১। শিক্ষাক্রম মূল্যায়নের লক্ষ্য কি কি?

১২। শিক্ষা মূল্যায়নে কোন্ কোন্ উপাদানের মূল্যায়ন ওপর জোর দিতে হবে?

১৩। শিক্ষাক্রমের গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজনীয়তা কি?

১৪। শিক্ষাক্রম উন্নয়ন পর্যায়ের কোন্ কোন্ দিক মূল্যায়ন করা হয়?

১৫। শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও মূল্যায়নে স্টেইক মডেল ব্যাখ্যা করুন।

১৬। শিক্ষাক্রম মূল্যায়নে কখন বিশেষজ্ঞগণের মতামত অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে?

১৭। শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য মূল্যায়নকারী কে কে হতে পারেন?

১৮। শিক্ষাক্রম সমাজের চাহিদা পূরণ করছে কি না সে সম্বন্ধে কার মতামত গ্রহণ করা উচিত?

১৯। শিক্ষাক্রম সম্পর্কে কোন্ কোন্ উপকরণের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা যায়?

২০। শ্রবণ ও সাক্ষাৎকার এর মধ্যে পার্থক্য কি?

## উত্তরমালা - ইউনিট ৪

পাঠ ৪.১

১। খ  ২। ঘ  ৩। ক

পাঠ ৪.২

১। খ  ২। ঘ  ৩। ঘ

পাঠ ৪.৩

১। ক  ২। গ  ৩। খ

পাঠ ৪.৪

১। ঘ  ২। ক

পাঠ ৪.৫

১। গ  ২। ঘ  ৩। ক

পাঠ ৪.৬

১। খ  ২। ঘ  ৩। গ  ৪। ক